# ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিবিএস এর কার্যক্রম সম্বলিত প্রতিবেদন

দেশের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সঠিক পরিসংখ্যানের বিকল্প নেই। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে সরকারি পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে থাকে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহারকারীদের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিবিএস-কে আধুনিকায়ন ও অধিকতর শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সরকারের রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021) এর অন্যতম লক্ষ্য হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপায়ণের অন্যতম হাতিয়ার (Tools) হলো পরিসংখ্যান ও তথ্য প্রযুক্তি। সে বিবেচনায় পরিসংখ্যান বিভাগ (Statistics Division) এর নাম পরিবর্তন করে ২০১২ সালে Statistics & Informatics Division (SID) করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পরিসংখ্যান আইন মহান জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সত্যিকার অর্থে একটি আইনগত কাঠামো পেয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান কাউন্সিলে উত্থাপিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে National Strategy for Development of Statistics (NSDS) প্রণয়ন করা হয়। NSDS হলো পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত একটি বিস্তারিত, বাস্তবসম্মত, অংশগ্রহণমূলক, পরিবর্তনশীল ও রাষ্ট্রীয় স্বত্ত্বাধীন একটি পরিকল্পনা দলিল। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দেশের তথ্যভিত্তিক, সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও ফলপ্রসূ জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিবিএস এর কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম:

বর্তমান সরকারের Digital Vision কে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সকল শুমারি ও জরিপের বিভিন্ন তথ্যসমূহ সার্ভারে সংরক্ষণ করে Web enabled GIS based Information System এর মাধ্যমে বিভাগ, জেলা, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন ও মৌজাভিত্তিক তথ্য Digital পদ্ধতিতে Graphically উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন মৌজা, ইউনিয়ন, থানা/উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের জনতাত্ত্বিক তথ্য ও উপাত্তকে GIS Map এর মাধ্যমে উপস্থাপন ও তথ্য-সেবা প্রদানে Geo-Master file বিবিএস কর্তৃক সংরক্ষিত হয় এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থার কাজে এ কোড ব্যবহার হয়।
২০১৫ সালে সম্পাদিত ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ সম্পন্ন হয়েছে:

- Digital Data Lab স্থাপন করা হয়েছে;
- Web enabled GIS based Application Software তৈরি করা হয়েছে;
- GIS based Digital Information System Linkage with BBS Website স্থাপন করা হয়েছে ;
- বিবিএস এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ICT/GIS বিষয়ক Digital Information System Software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২. e-Government Procurement (e-GP) :

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর যৌথ উদ্যেগে বিবিএস এ e-Government Procurement (e-GP) সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু হয়। বিবিএস এ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভ এন্ড নেটওয়ার্কিং (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে

কর্মকর্তাদের e- GP বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। আয়োজন করে। বর্তমানে বিবিএস কেন্দ্রীয়ভাবে দ্রব্যাদি ক্রয় এবং বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির ক্রয় e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করছে। বিবিএস এ e-GP কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি Procurement Cell গঠন করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক এ কার্যক্রম বিবিএস সফলতার সাথে করে যাচ্ছে।

৩.স্ট্রেনদেনিং জিও কোডিং সিস্টেম:

বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, মৌজা, গ্রাম, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, মহল্লা ও Key Point Installation এর নাম বাংলা ও ইংরেজিতে শুদ্ধ ও সুনির্দিষ্টকরণ ও এ সকল সুনির্দিষ্ট নামের একটি আইনগত মর্যাদা (Legal Status) প্রদান এবং জিও কোড নম্বর প্রদান করার জন্য স্ট্রেনদেনিং জিও কোডিং সিস্টেম কর্মসূচি গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৪. Geographic Information System (GIS) Map:

Aerial Photography এর মাধ্যমে জিআইএস Software ব্যবহার করে সকল মৌজা/মহল্লার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। GIS Map এর কারণে যেকোন এলাকায় ম্যাপ ভিত্তিক তথ্য উপস্থাপনের কাজ সহজ হয়েছে। এই ম্যাপ ব্যবহারের ফলে শুমারির কাভারেজ বেড়েছে এবং শুমারি ও জরিপের গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. Data Recovery Lab:

বিবিএস কর্তৃক যে সকল শুমারি ও জরিপের ডাটা Magnetic tape এ সংরক্ষিত আছে তা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্থানান্তরের জন্য Data Recovery Lab প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আশির দশক হতে সংগৃহিত ডাটা ম্যাগনেটিক টেপে সংরক্ষিত আছে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে উক্ত ডাটা রুপান্তর করে ডাটার ব্যবহার সহজ করা হয়েছে।

৬. ই-পাবলিকেশন:

ই-পাবলিকেশন ডিজিটাল প্রযুক্তির একটি উন্নত সংস্করণ। প্রযুক্তির কল্যাণে গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, নীতি নির্ধারক, ছাত্র ও ব্যবহারকারীগণ এখন ঘরে বসে অনায়াসে অন-লাইনের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন। সেজন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ 'ই-পাবলিকেশন পদ্ধতি' গ্রহণ করেছে। ফলে, বিবিএস কর্তৃক সময় সময় প্রকাশিত আদমশুমারি, অর্থনৈতিক শুমারি ও অন্যান্য জাতীয় জরিপের সাময়িক ও চূড়ান্ত রিপোর্টসমূহ এখন অন-লাইনে ডাউনলোড করে প্রিন্ট নেয়া সম্ভব হচ্ছে।

৭. ই-অ্যাটেন্ড্যান্স রেজিস্টার:

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সময়মত সরকারি অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'ই-অ্যাটেন্ড্যান্স রেজিস্টার' পদ্ধতি স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ পদ্ধতিতে Thumb Recognition Scanner ব্যবহার করে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে এবং এটা ডেটাবেইজ হিসেবে সার্ভারে সংরক্ষিত থাকবে।

৮. Dynamic Website স্থাপন:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সদর দপ্তরের সাথে এর মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসসমূহে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও Globally দ্রুততম যোগাযোগ এবং তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অত্যাধুনিক ওয়েবসাইট নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৯.অর্থ ও প্রশাসন উইং অটোমেশন:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অর্থ ও প্রশাসন সংক্রান্ত উইং অটোমেশন এর কার্যক্রম গ্রহণ করছে যার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ দ্রুত এবং সহজে করা সম্ভব হবে:

- শুমারি ও জরিপের ডাটাসমূহ উপজেলা হতে সরাসরি এন্ট্রি হবে বিধায় ডাটা সংগ্রহের পর বিবিএস

এর প্রধান কার্যালয়ে ডাটা এন্ট্রি করতে যে সময়ের প্রয়োজন হত তা কমে আসবে;

- Audit Management, Vehicle Management, Accounting, Store Inventory ইত্যাদি সিস্টেম অটোমেশন হওয়ার ফলে অর্থ ব্যয় সাশ্রয় হবে;
- Human Resource Development অটোমেশন হওয়ার ফলে বিবিএস এ চাকুরি প্রার্থীগণ অতীব সহজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে সক্ষম হবে। তাছাড়া সাক্ষাতকার পত্র ও নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ হবে।
- সরকার সকল সরকারি অফিসকে "Paperless Office" করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাতে বিবিএস আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

১০. স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিং জিআইএস:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ সম্পন্ন করছে যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে একধাপ অগ্রগতি:

- স্বাস্থ্য অবকাঠামো ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান GPS দ্বারা চিহ্নিত ও তথ্য সংগ্রহ পূর্বক সমগ্র দেশের ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপ মাঠ পর্যায়ে হালনাগাদকরণ ও হালনাগাদকরণকৃত ম্যাপ কম্পিউটারে Edit করা।
- Geo-database ব্যবহার এবং আদমশুমারি ও গৃহগণনা-২০১১ এর তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে খুলনা বিভাগে ১০ টি, রংপুর বিভাগে ৮ টি, সিলেট বিভাগে ৪ টি, ঢাকা বিভাগে ৫ টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ টি ও রাজশাহী বিভাগে ১ টি সহ এ পর্যন্ত মোট ২৯টি জেলার সকল মৌজা/মহল্লার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত Vital Statistics এর তথ্য Online-এ সরাসরি ধারণ করার জন্য সফটওয়ার ডেভলপ করা হয়েছে।

১১. ডিজিটাইজেশন অব বিবিএস পাবলিকেশন্স:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ সম্পন্ন হচ্ছে :

- স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা ডিজিটাইজ করা;
- সমুদয় তথ্য দেশে বিদেশে ব্যবহারকারীদের নিকট সহজলভ্য করার জন্য ওয়েব এনাবেলড অনলাইন সিস্টেমে সন্নিবেশিত করা;
- বিবিধ তথ্য অনুসন্ধানের জন্য Google এর ন্যায় একটি Search Engine Develop করা।

১২. অনলাইন সেকেন্ডারি ডাটা কালেকশন:

- বিভিন্ন সংস্থা হতে Secondary তথ্য উপাত্ত অনলাইনে সংগ্রহ করে ব্যুরোর মাসিক/বাৎসরিক প্রকাশনাসহ এতদসম্পর্কিত অন্যান্য প্রকাশনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করা; এবং
- জনসাধারণ, পরিকল্পনাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের জন্য ব্যুরোর প্রকাশনাসমূহের সহজ লভ্যতা নিশ্চিত করা।

১৩. ন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং সংক্রান্ত সূচকসমূহ নিরূপণ:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক প্রণয়ন করে থাকে। জিডিপি নির্ণয়ে বিবিএস প্রয়োজনীয় জরিপ সম্পন্ন করে থাকে ও ক্ষেত্র বিশেষ অন্যান্য উৎসের তথ্যসমূহ (Secondary source) ব্যবহার করে থাকে। বিবিএস মূল্য ও মজুরী সূচক সমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে Consumer Price Index (CPI) ও Wage Rate Index (WRI) প্রণয়নসহ নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য সূচকসমূহ যেমন: Building Material Price Index

(BMPI), Quantum Index of Industrial Production (QIIP), House Rent Index - (HRI) ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে National Accounts Statistics, Statistical Yearbook, Statistical Pocket book, Monthly Statistical Bulletin, Foreign Trade statistics ইত্যাদি প্রকাশ করেছে।

১৪. Household Income and Expenditure Survey (HIES):

দারিদ্র্য বিশ্লেষণ, পঞ্চ- বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ২০১৫ উত্তর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্থাৎ Sustainable Development Goals (SDGs) ইত্যাদির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সমগ্র দেশে Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2016 পরিচালনা করছে। এ জরিপের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং আয় ও ব্যয় বিন্যাস এর তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া, এ জরিপের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ভোক্তার মূল্যসূচক (Consumer Price Index-CPI) এর weight নির্ণয় এবং ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি প্রণয়ন করা হয়।

১৫. বাংলাদেশ পোভার্টি ম্যাপ:

দেশের ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক দারিদ্র হার নির্ণয় ও সরবরাহের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘের বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বিবিএস ২০১০ সালে বাংলাদেশ পোভার্টি ম্যাপ প্রণয়ন করেছে। ফলে সরকারের উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত এই ম্যাপটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১৬. ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ-এনএইচডি (পূর্বতন বিপিডি):

বিবিএস দেশের সকল খানা (প্রায় ৩.৫ কোটি) হতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে খানা ও খানা সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহকরে খানাভিত্তিক একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। এ ডাটাবেইজে প্রতিটি খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার নির্দেশক একটি করে স্কোর প্রদান করা হবে। দেশের প্রায় ১০০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে এ ডাটাবেইজ অত্যন্ত সহায়ক হবে। অন্যান্য সেবা ও দ্রুত ও নির্ভুলভাবে জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এ ডাটাবেইজ ব্যবহৃত হবে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে দারিদ্র সূচক প্রদান করা সম্ভব হবে এবং নতুন Poverty Map প্রস্তুত করা হবে।

১৭. আদমশুমারি ও গৃহগণনা:

জনসংখ্যার আকার, ভৌগোলিক বিন্যাস ও জনমিতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহের মানসম্পন্ন Benchmark Database এর জন্য তথ্য সংগ্রহ করা, জাতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম বন্টন, চাকুরিক্ষেত্রে আঞ্চলিক কোটা নির্ধারণ প্রভৃতি কার্যক্রমে আদমশুমারি ও গৃহগণনার তথ্য অপরিহার্য। ১৫-১৯ মার্চ ২০১১ দেশের পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারই প্রথম iCADE Software ব্যবহার ও ICR মেশিনে ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে শুমারির নির্ভুল ফলাফল দেয়া সম্ভব হয়েছে। এ শুমারীর অধীন ০৩ (তিন) টি ন্যাশনাল রিপোর্ট ২৪ (চব্বিশ) টি জেলা রিপোর্ট, সকল জেলার কমিউনিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ১৪ (চৌদ্দ) টি মনোগ্রাফ এবং ০১ (এক) টি পপুলেশন প্রজেকশন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৮. অর্থনৈতিক শুমারি:

ক. অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩: একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সঠিক ও নির্ভুল পরিসংখ্যান। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঠিক চিত্র ফুটিয়ে তোলার নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিভিন্ন শুমারি ও জরিপের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে

সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালের মার্চ-মে মাসে বাংলাদেশে তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। অ-কৃষিমূলক খাতগুলোকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে একটি পরিসংখ্যান ভিত্তিক কার্যকর ভিত গড়ে তোলাই এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য।তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে রেকর্ড কম সময়ের মধ্যে গত ১৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে শুমারির প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া শুমারির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে মূল শুমারি সম্পন্ন হওয়ার পর সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গণনা পরবর্তী যাচাই (পিইসি) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবারই প্রথম ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের (UISC) মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে স্থাপিত সরকারের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য বিবিএস সদর দপ্তরে কম্পিউটারে ধারণ করা হয়। বর্তমানে মূল শুমারির তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হওয়ার পর এই শুমারির চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে। শুমারির আওতায় মোট ৬৬টি রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে যার মধ্যে ০১টি National Report প্রকাশ হয়েছে, ০১টি Administrative Report ও ৬৪টি Zila Report দ্রুতই প্রকাশ করা হবে।

খ. বিজনেস রেজিস্টার: দেশের প্রত্যেকটি স্থায়ী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্যসম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীভূত তথ্যভান্ডার তৈরীর লক্ষ্যে বিবিএস ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ প্রকল্পের আওতায় বিজনেস রেজিস্টার (Business Register) প্রস্তুত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটি দেশের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান প্রণয়নের প্রধান কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বিজনেস রেজিস্টারে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, আইনগত কাঠামো, কার্যাবলীর ধরণ, নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা, বাৎসরিক গড় উৎপাদন, মোট সম্পদের পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য থাকবে।

গ.প্রবাস আয়ের বিনিয়োগ সম্পর্কিত জরিপ ২০১৬: বিবিএস অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ প্রকল্পের আওতায় 'প্রবাস আয়ের বিনিয়োগ সম্পর্কিত জরিপ ২০১৬' পরিচালনা করেছে। এ জরিপের মাধ্যমে প্রবাস আয়ের বিনিয়োগের বিভিন্ন খাত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সঞ্চয়ের বিভিন্ন খাতের তথ্য, প্রবাসীর তথ্য ও খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা ব্যবহার করে প্রবাস আয়ের সুষ্ঠু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা ও সুপারিশ প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

১৯. ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম জরিপ পরিচালনা করে নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা, জন্মহার, মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার, মাতৃ মৃত্যুহার, প্রত্যাশিত গড় আয়ু, বিবাহ/তালাকের হার, আগমন-বহির্গমন হার, জন্ম নিরোধক ব্যবহার হার ও প্রতিবন্ধি হার ইত্যাদি তথ্য প্রকাশ করে থাকে। বর্তমানে এ জরিপের তথ্য সংগ্রহকারীগণ CAPI পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে মাঠ থেকে সরাসরি বিবিএস সার্ভারে প্রেরণ করছে। ফলে অতি দ্রুত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

বর্তমান বিশ্বে সরকারি ও বেসরকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০ সালে গৃহীত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals-MDG) এর বিভিন্ন সূচক পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত করা হয় MDG এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নে পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের পক্ষ থেকে MDG পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যথা Sustainable Development Goals (SDGs) এর অগ্রগতি মূল্যায়নে পরিসংখ্যানকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানসহ এ লক্ষ্যে একটি 'নতুন তথ্য বিপ্লব' (New Data Revolution) এর আহবান জানানো হয়েছে এবং সার্বিক পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে BBS এই লক্ষ্য পূরণে কাজ করছে।